www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
ইনোভেশন কর্ণার
অভিব্যক্তি
ইয়াংস্টারস্

সংখ্যা ১৮ | আষাঢ় ১৪২৫, জুন ২০১৮ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

নতুন আলোয় উদ্ভাসিত দেশ
মহাকাশে বাংলাদেশ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

TRANSFORMING..... TOWARDS..... TOMORROW

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি

একটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজার এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব। বহির্বিশ্ব হতে জাতীয় পর্যায়ে আর্থিক ঋণ গ্রহণের পাশাপাশি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে দেশী/প্রবাসীদের সঞ্চয়কে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত পুঁজিবাজার যা বিনিয়োগকারীগণের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত। এটি মূলত একটি দেহের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার সামিল। উল্লেখ্য, বিগত ৪১ বছর যাবৎ পুঁজিবাজারে সাফল্যের সাথে লাভজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) যার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং সঞ্চয় সংগ্রহ। আইসিবি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন হতে ইনভেস্টরস্ স্কিম চালুর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সর্বপ্রথম পুঁজিবাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আইসিবি কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ধারনার প্রবর্তন করা হয় যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারনার সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য, পরবর্তীতে আইসিবি সৃষ্ট ইনভেস্টরস্ স্কিম, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড-এর কার্যক্রম স্বীকৃত, নিরাপদ ও লাভজনক ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইসিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানী, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সেবা খাতসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু সফল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি অনস্বীকার্য যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে আইসিবি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিগত পাঁচ বছরের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং তদানুযায়ী পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপি-র অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সফলভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে যদিও এক্ষেত্রে আরও অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রতিবছর যে পরিমাণ লেনদেন সংঘঠিত হয়েছে তার প্রায় ১০.০০ শতাংশ লেনদেন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবি এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যা অর্থনীতির গতিকে আরও বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা, সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করা, সরকার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে অফলোড করা, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মূল পুঁজিবাজারে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধিমালা প্রণয়নে আইসিবি সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখে চলেছে ফলে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরণের কারসাজি রোধ করাসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হচ্ছে।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামন্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ

চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামন্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হুমায়ুন কবির

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুর রহিম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মনজুর আহমদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ শাহরিয়ার আহসান

পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

কাজী ছানাউল হক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী

মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ কামাল হোসেন গাজী

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন

মহাব্যবস্থাপক

দীপিকা ভট্টাচার্য্য

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রফিকুল ইসলাম

মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ শাহজাহান

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ রিফাত হাসান

মহাব্যবস্থাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম খান

মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল

সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:

প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা - ১০০০।

ওয়েবসাইট: www.icb.gov.bd ই-মেইল: info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৪-০৫

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ: মহাকাশে বাংলাদেশ
- প্রধানমন্ত্রীর "গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড" ও সম্মানসূচক 'ডি.লিট' ডিগ্রী অর্জন
- বিশ্বভারতীতে 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্বোধন
- জি-৭ আউটরিচ সম্মেলনে বাংলাদেশ

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ০৫-১০

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
- আইসিবি'র সাথে সকল শাখা ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)
- আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯২তম সভা
- আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে শাখা ব্যবস্থাপকগণের জরুরি সভা
- আইসিবি'র বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ২০১৮
- আইসিবিতে স্বেচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প
- আইসিবিতে "শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কর্ণার" উদ্বোধন
- ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহায়তা
- কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম
- আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): এপ্রিল-জুন, ২০১৮

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি ১০-১১

শোক বার্তা ১১

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১১-১২

পুঁজিবাজার ১৩-১৫

- বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: এপ্রিল-জুন, ২০১৮
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ
- বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

পাঠশালা ১৬

Stock Analysis

ইনোভেশন কর্ণার ১৭

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

শুদ্ধাচার কর্ণার ১৭

অভিব্যক্তি ১৮-১৯

মিউচ্যুয়াল ফান্ড রূপান্তর/ অবসায়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
অপচয়-জীবনের ক্ষয়

ইয়াংস্টারস্ ২০

দিনকালের বদল

The Evening Star

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকারের সময়োচিত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। উন্নয়নের অব্যাহত অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সগর্বে এগিয়ে চলছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম মহাকাশের বুকে জ্বল জ্বল করছে।

১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মহাকাশ জয়ের সূচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে মহাকাশ জয়ের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ১১ মে এক নতুন ইতিহাস রচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপক্যানাভেরালে কেনেডি স্পেস সেন্টারে স্পেস এক্সের লঞ্চপ্যাড থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নিয়ে 'ফ্যালকন নাইন' রকেট উৎক্ষেপিত হয়।

বিটিআরসি ২০১৫ সালের নভেম্বরে দেশের প্রথম এ স্যাটেলাইট নির্মাণের জন্য ফ্রান্সের থালেস এলিনিয়া স্পেস ফ্যাসিলিটিস কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে। এর পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে রাশিয়ার স্যাটেলাইট প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারস্পুটনিক' এর নিকট থেকে ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমায় কক্ষপথ (স্লট) ক্রয় করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে খরচ হয়েছে ২ হাজার ৭৬৫ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ রকেট ফ্যালকন-৯ এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণের পরে মাত্র ৩ মিনিটের মধ্যেই মহাকাশে পৌঁছে যায়। ৩৩ মিনিট পর তা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত কক্ষপথ ১১৯ দশমিক ১ দ্রাঘিমাংশে অবস্থান নেয়। উৎক্ষেপণের ১০ দিন পর স্যাটেলাইটটি তার নিজস্ব কক্ষপথে অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাজ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে ডিটিএইচ ভিডিও সার্ভিস, ই-লার্নিং, টেলি-মেডিসিন, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিখাতসহ দুর্যোগ উদ্ধারে ভয়েস সার্ভিসের জন্য সেলুলার নেটওয়ার্কের কার্যক্রম এবং এসসিএডিএ, এওএইচও এর ডাটা সার্ভিসের পাশাপাশি বিজনেস-টু-বিজনেস (ভিসেট) পরিচালনা সহজতর হবে। এ ছাড়া, সার্কভুক্ত দেশগুলোর পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ইত্যাদি দেশসমূহও স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী ইতিহাসে প্রথমবারের মত মহাকাশে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি অধ্যায়। বাংলাদেশের এই অনন্য অর্জনের গর্বিত অংশীদার হিসেবে আইসিবি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে জানাচ্ছে আন্তরিক অভিনন্দন। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভিলক্ষ্য ২০৩০ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে রূপান্তরে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিসহ পুঁজিবাজার উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইসিবির সক্রিয় অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণ: মহাকাশে বাংলাদেশ

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে মহাকাশ যুগে প্রবেশ করেছে বাংলাদেশ। ১১ মে ২০১৮ তারিখে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইটের অভিজাত ক্লাবে যুক্ত হলো বাংলাদেশের নাম। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়। নিজস্ব 'ফ্যালকন-৯' রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানোর কাজ পরিচালনা করেছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স। বিশ্ব স্যাটেলাইটে প্রবেশের এ গৌরবময় অভিষেক অনুষ্ঠানটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রীর "গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড" ও সম্মানসূচক 'ডি.লিট' ডিগ্রী অর্জন

"গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড"

সফল নারী নেত্রী হিসেবে ২০১৮ সালের "গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড" লাভ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সমগ্র এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নারী শিক্ষা ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্বনামধণ্য সংস্থা "গ্লোবাল সামিট অফ উইমেন" এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়। ২৬-২৭ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অনুষ্ঠিত নারীদের বৈশ্বিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ পুরস্কার তুলে দেয়া হয় এবং পুরস্কারের পাশাপাশি আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ড গ্রহণের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অস্ট্রেলিয়ায় "গ্লোবাল সামিট অব উইমেন ২০১৮" শীর্ষক বিশ্বব্যাপী নারী নেতাদের ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত বার্ষিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে তিনি নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে চার দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন এবং জাতীয় উন্নয়নে নারীদের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

সম্মানসূচক 'ডি.লিট' ডিগ্রী অর্জন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার (ডি.লিট) উপাধি লাভ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শোষণমুক্ত ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে এবং গণতন্ত্র, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র দূরীকরণ এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ উপাধি দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ হাসিনার এসব অর্জন সমগ্র বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করেছে।

বিশ্বভারতীতে 'বাংলাদেশ ভবন' উদ্বোধন

বাংলাদেশ-ভারত উষ্ণ সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে ২৫ মে ২০১৮ তারিখে ভারতের শান্তি নিকেতনে 'বাংলাদেশ ভবন' এর উদ্বোধন করা হয়। বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যৌথভাবে বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের অর্থায়নে ২৫ কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত এ ভবনে বাংলাদেশের ইতিহাস, নানা নিদর্শন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। ভবনে ৪৫৩ আসন বিশিষ্ট একটি আধুনিক অডিটোরিয়াম, দু'টি সেমিনার হল, গ্রন্থাগার, জাদুঘর, ক্যাফেটোরিয়া ও আর্কাইভ স্টুডিও রয়েছে। ভারতের বুকে স্থাপিত এ ভবন উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বন্ধনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

জি-৭ আউটরিচ সম্মেলনে বাংলাদেশ

বিশ্ব অর্থনীতির সাত পরাশক্তির জোট জি-৭ সম্মেলনের পাশাপাশি আঞ্চলিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়ে আলোচনার জন্য জোটের বাইরে থেকে বিভিন্ন আমন্ত্রিত দেশ নিয়ে ৯ জুন ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় জি-৭ আউটরিচ সম্মেলন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য ছিল-সমুদ্রকে দূষণ থেকে রক্ষা করা এবং উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিকূলতা মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি। সম্মেলনে ভাষণ দানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষি, স্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্লু ইকোনোমির মাধ্যমে জনজীবনে পরিবর্তন আনতে জি-৭ ভুক্ত দেশগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের সঙ্গে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাস্তবায়নে দেশটির ওপর চাপ প্রয়োগে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে জি-৭ এর নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড (এপ্রিল-জুন ২০১৮)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে ১৮ জুন ২০১৮ তারিখে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০১৮-১৯ স্বাক্ষরিত হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পক্ষে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান এবং আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

আইসিবি'র সাথে শাখাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

১৪ জুন ২০১৮ তারিখে আইসিবি-এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে মাঠ পর্যায়ের সকল শাখার ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ ও শাখার প্রধানগণসহ আইসিবির সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি'র সাথে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

১৪ জুন ২০১৮ তারিখে আইসিবি-এর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহীগণসহ কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯২তম সভা

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি) এর ৯২তম সভা ২৬ জুন ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় (লেভেল-১৫) এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ। সভায় কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়ের সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানির অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে শাখা ব্যবস্থাপকগণের জরুরি সভা

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক এর সভাপতিত্বে আইসিবি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে শাখা ব্যবস্থাপকদের এক জরুরি সভা ২৬ জুন ২০১৮ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও, সভায় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ অংশগ্রহণ করেন।

আইসিবি'র বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ২০১৮

আইসিবির বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ২০১৮ অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়, মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ, সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ ও কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর বার্ষিক মিলাদ ও দোয়া মাহফিল ০১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের নামায ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম ও মহাব্যবস্থাপকগণ। এ ছাড়া, কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ, সহকারী-মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। মোনাজাতে কর্পোরেশন তথা দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণে দোয়া করা হয়। উক্ত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে দোয়া পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ আরশাদুল হাসান।

আইসিবিতে স্বেচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প

বাংলা নববর্ষ ১৪২৫ উপলক্ষ্যে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর উদ্যোগে ও স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্যাম্প করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্যাম্প উদ্বোধন করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ। উক্ত ক্যাম্পে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম ও মহাব্যবস্থাপকগণ। এ ছাড়া, রক্তদান কর্মসূচিকে সফল করতে আইসিবির সর্বস্তরের কর্মচারীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আইসিবিতে "শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কর্ণার" উদ্বোধন

কর্পোরেশনের সকল কর্মকান্ডে নিরপেক্ষতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে স্টেকহোল্ডারদের সহজে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে "শুদ্ধাচার ও ইনোভেশন কর্ণার" উদ্বোধন করেন আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমদ। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম। এ ছাড়া, কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মচারীগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীদের আর্থিক সহায়তা

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য গঠিত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের দ্বিতীয় মেয়াদে এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকে মোট ১১টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও স্টক ব্রোকার হাউসের কাছে চেক হস্তান্তর করা হয়। এর মধ্যে এসবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ৯.৫৪ কোটি, বিএলআই ক্যাপিটাল লিঃ ১১.৬০ কোটি, আইআইডিএফসি ক্যাপিটাল লিঃ ৬.৪৭ কোটি, এফএএস ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ ১১.৯৯ কোটি, বাঙ্কো ফাইনান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিঃ ২.৯৩ কোটি, শার্প সিকিউরিটিজ লিঃ ২.৪৪ কোটি, সাউথইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিসেস লিঃ ৭.৫০ কোটি, গ্রিনল্যান্ড ইক্যুইটিস লিঃ ১.১১ কোটি, ইউনিক্যাপ ইনভেস্টমেন্ট লিঃ ৫.৯৭ কোটি, ব্যাংক এশিয়া সিকিউরিটিজ লিঃ ৮.৪৭ কোটি ও এনসিসিবি সিকিউরিটিজ এন্ড ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিঃ কে ১৩.৯৬ কোটি প্রদান করা হয়। চেক হস্তান্তর করেন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী ছানাউল হক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মোসাদ্দেক-উল-আলম।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

কর্পোরেশনের জন্য একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশ/বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- BIBM, BICM, BIM, NAPD, BIPD, Rapport Bangladesh Ltd., National Institute of Bank Management, India (Pune), ICLIF(Thailand), Bangkok School of Management (BSM), এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দি স্মৃতিঃ

Snaps of Internal Training Programme

মানসিক চাপ উপশম এবং শুদ্ধাচার বিষয়ক কর্মশালা

Snaps of Foreign Training Programme

IAS/IFRS standards and interpretations (Venue: IMTC, Malaysia)

Programme on Cyber Security-Implementation and Compliance (Venue: NIBM, Pune, India)

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার বিশেষ সহায়তা তহবিল নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে এবং এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করা হয়। এ তহবিল হতে ৩৪টি মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউজের মাধ্যমে মোট ৩৫,৫২৭ জন ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে ৮৭৯.৫৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন প্রদান করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৬১৮.৪৫	২২	৬১৩.৮৭	১৮	৫৮১.৫৪	১৮	৪৭৮.৭২
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	৩৯২.১৮	২১	৩২১.৭৬	১৬	২৯৮.০৪	১৬	২২৭.৫১
মোট	৪৮	১০১০.৬৩	৪৩	৯৩৫.৬৩	৩৪	৮৭৯.৫৮	৩৪	৭০৬.২৩

আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): এপ্রিল-জুন, ২০১৮

(টাকায়)

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপণী
এপ্রিল	১২৯.৬	১৫০.৮	১২৯.১	১৩০.১
মে	১২৮.৮	১৩০.৬	১২২.৬	১২৩.৪
জুন	১২৩.৩	১৫১.৮	১২৩.৩	১৫১.৮

যোগদান-অবসর গ্রহণ-পদোন্নতি

কর্মজীবনের সায়াহ্নে আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে জুন এর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ২৪.০৬.২০১৮ তারিখে জনাব ত্রৈলক্ষ্য রায় (উপ-মহাব্যবস্থাপক) এবং ২৮.০৬.২০১৮ তারিখে জনাব বেলাল হোসেন ভূঁইয়া (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) অবসর গ্রহণ করেন। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারীগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীগণের বিদায় অনুষ্ঠানের ফ্রেমবন্দি কিছু স্মৃতি:

কর্পোরেশনের কর্মচারীদের মনোবল বৃদ্ধি, কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও অধিকতর কর্মদক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদোন্নতি একটি প্রধান প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। সে লক্ষ্যে ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে জুন প্রান্তিকে কর্পোরেশনের ০৯ জন কর্মচারীকে গ্রেড ৯ হতে গ্রেড ৬, ০৭ জন কর্মচারীকে গ্রেড ১০ হতে গ্রেড ০৯, ০৪ জন কর্মচারীকে গ্রেড ১৩ হতে গ্রেড ১০ এবং ০২ জন কর্মচারীকে গ্রেড ১৬ হতে গ্রেড ১৩ পর্যায়ে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীগণকে আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শোক বার্তা

গভীর শোক ও দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১২.০৪.২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব দুলাল চন্দ্র দাস শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরলোকগমন করেন। কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক মিসেস পারভীন সুলতানা গত ২৬.০৪.২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

এ ছাড়া, কর্পোরেশনের সিনিয়র অফিসার জনাব মোঃ আবদুল হক এর মাতা সালেহা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ হতে সকল মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ডের (আইএমএফ) তথ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক অবস্থানগত তালিকায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের শেষে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪২তম স্থানে রয়েছে। স্বপ্নের সিড়ি বেয়ে বাংলাদেশ উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টার সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল একটি স্বীকৃতি হিসাবে যা অনস্বিকার্য। এ ছাড়া, এসময় দেশের প্রধান প্রধান অর্জনসমূহ হলো মোট টাকার যোগান ও কর আদায় এর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি ও ব্যাংক সুদের স্প্রেড এর হ্রাস। রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে অধিকতর উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক এর জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এর চিত্র প্রদর্শিত হলো ঃ

মূল্যস্ফীতির হার (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	এপ্রিল, ২০১৮	মে, ২০১৮	জুন, ২০১৮
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	৫.৬৩%	৫.৫৭%	৫.৫৪%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)	৫.৮৩%	৫.৮২%	৫.৭৮%

জুন, ২০১৮ এ মোট টাকার যোগান দাঁড়িয়েছে ১,১০,৯৯,৭৭৯ মিলিয়ন টাকা যা বিগত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৯.২৪ শতাংশ বেশি।

বৈদেশিক রিজার্ভ জুন, ২০১৭ এর ৩৩,৪৯৩.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৫৭৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেয়ে জুন, ২০১৮ শেষে ৩২,৯১৬.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে।

এনবিআর এর জুলাই ১৭- জুন ১৮ মাসের কর আদায় এর পরিমাণ প্রায় ২,০৭,৩০৭.৯৫ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১,৭১,৬৭৯.১৪ কোটি টাকা এবং যা বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ২০.৭৫ শতাংশ বেশি।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০১৮ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স এর পরিবর্তন নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

স্টক এক্সচেঞ্জ	বিবরণ	৩০ এপ্রিল ২০১৮	৩১ মে ২০১৮	২৮ জুন ২০১৮
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	৫৭৩৯.২৩	৫৩৪৩.৮৮	৫৪০৫.৪৬
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স ইনডেক্স	১০৬৯৮.৭৫	৯৯৮৩.১৯	৯৯৯৮.৫৭

জুন, ২০১৮ মাসে ব্যাংক সুদের স্প্রেড হার ৪.৪৫ শতাংশে অবস্থান করছে যা জুন, ২০১৭ তে ছিল ৪.৭২ শতাংশ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের এপ্রিল-জুন ত্রৈমাসিক এর রেমিটেন্স আয় ও রপ্তানি আয়ের এর তুলনামূলক চিত্র নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

(মিলিয়ন ডলারে)

খাতসমূহ	২০১৬-১৭ অর্থবছর			২০১৭-১৮ অর্থবছর		
	এপ্রিল	মে	জুন	এপ্রিল	মে	জুন
রেমিটেন্স আয়	১০৯২.৬৪	১২৬৭.৬১	১২১৪.৬১	১৩৩১.৩৩	১৫০৪.৯৮	১৩৮১.৫৫
রপ্তানি আয়	২৭৫৮.৬০	৩০৪৭.৬৭	৩০৩৩.০৩	২৯৫৪.৮৬	৩৩২২.৪১	২৯৩৯.৩৫

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুন, ২০১৮ এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কারেন্সির বিপরীতে টাকার মূল্য (আন্ত: ব্যাংক) নিম্নে প্রদর্শিত হলোঃ

(২৮.০৬.২০১৮ তারিখে)

আন্তর্জাতিক কারেন্সি	ক্রয়মূল্য (টাকায়)	বিক্রয়মূল্য (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৮৩.৭০	৮৩.৭৫
১ ইউরো	৯৭.৭৮	৯৭.৮৭
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড	১১০.৫৪	১১০.৬৩
১ জাপানি ইয়েন	০.৭৫৬১	০.৭৫৬৮
১ ইন্ডিয়ান রুপি	১.২২২৪	১.২২৩৫

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সকল প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরেও অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে ৭.৬৫ শতাংশ। এটি একটি অসাধারণ অর্জন। পৃথিবীতে পর পর ৩ বছর ৭ শতাংশের উপর প্রবৃদ্ধি অর্জন করার সক্ষমতা দেখাতে পেরেছে সারাবিশ্বে মাত্র দুইটি দেশ, এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিগত বছরসমূহের মত আগামী বছরসমূহেও উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেই সবাই আশাবাদী।

সূত্রঃ

1.www.bb.org.bd
2. www.dsebd.org
3. www.cse.com.bd

জাতীয় বাজেট

বাজেট ২০১৮-২০১৯: সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ

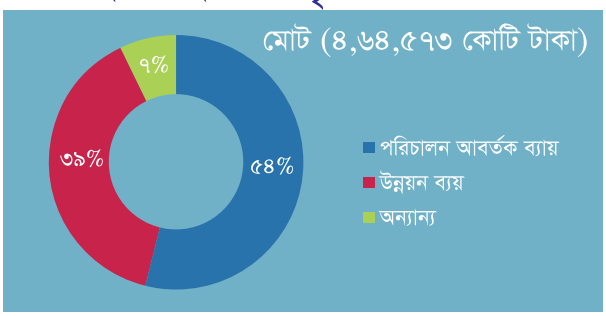

'সমৃদ্ধ আগামীর পথ যাত্রায় বাংলাদেশ' শ্লোগান নিয়ে গত ৭ জুন ২০১৮ জাতীয় সংসদে পেশ করা হয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। বাংলাদেশের ইতিহাসে ৪৭তম এ বাজেট ২৮ জুন জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্টকরণ বিল পাসের মাধ্যমে পাস করা হয় এবং ১ জুলাই ২০১৮ থেকে কার্যকর করা হয়। দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অসমতা হ্রাস।

এক নজরে বাজেট ২০১৮-২০১৯:

- মোট জিডিপি ২৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৪৯ কোটি টাকা।
- মোট বাজেট ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা (জিডিপির ১৮.৩ শতাংশ)।
- মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ৩ লাখ ৩৯ হাজার ২৮০ কোটি টাকা (জিডিপির ১৩.৪ শতাংশ)।
- সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ১ লাখ ২৫ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা।
- ঘাটতি পূরণে বৈদেশিক ঋণের পরিমান ৫৪ হাজার ৬৭ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ৭১ হাজার ২২৬ কোটি টাকা।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) বরাদ্দ ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা।
- প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭.৮ শতাংশ।
- মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশ।
- মাথাপিছু আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১ হাজার ৯৫৬ ডলার ধরা হয়েছে।

বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ:

- ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ২৬.৯ শতাংশ মানব সম্পদ খাতে, ২৬.৩ শতাংশ যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে, ২১.৩ শতাংশ কৃষি ও পল্লিউন্নয়ন খাতে এবং ১৪.৩ শতাংশ জ্বালানী অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- বাজেটে ভ্যাটের স্তর বর্তমান নয়টির পরিবর্তে পাঁচটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। ফলে হার দাঁড়িয়েছে সর্বনিম্ন ০২ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ।
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক, বিমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের করপোরেট কর ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩৭.৫ শতাংশ করা হয়েছে। পুঁজিবাজারে তালিকা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর ৪২.৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশ করা হয়েছে।
- বাজেটে ফ্লোটিং রেট ট্রেজারি বন্ড (FRTB) ছাড়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
- করমুক্ত আয়ের সাধারন সীমা ও কর হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- বাজেটে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৃত্যুর পর তাদের স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন মাসিক চিকিৎসা ভাতা এবং বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে সকল কর্মজীবী মানুষের জন্য টেকসই সার্বজনীন পেনশনের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে।
- ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের জন্য পৃথক শিশু বাজেট দেয়া হয়েছে।
- নারীদের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে 'নারী উদ্যোক্তা' তহবিলে ১০০ কোটি টাকা এবং 'নারী উন্নয়ন' তহবিলে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

পুঁজিবাজার

৩০ জুন ২০১৮ তারিখে ডিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৫৪০৫.৪৬ পয়েন্ট-এ যা এপ্রিল-জুন, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৫৭৪৭.১৪ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে ডিএসই এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৮৪৭৩৪৭.৭৯ ও ৮০১৪.০৪ মিলিয়ন টাকায় যা এপ্রিল-জুন, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৩৯৯৩২৪৪.১২ ও ৪৪১০.০৯ মিলিয়ন টাকা।

অপরদিকে, ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সিএসসিএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ১০০০৯.৩৪ পয়েন্ট-এ যা এপ্রিল-জুন, ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ১০৬৯৮.৬০ পয়েন্ট।

এ ছাড়া, ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে সিএসই-এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৩১১৯৮.০০ ও ১৭৮৮.৫৩ মিলিয়ন টাকায় যা এপ্রিল-জুন ২০১৮ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল যথাক্রমে ৩২৯৪৬২৮.০০ ও ৩০২.১৯ মিলিয়ন টাকা।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার: এপ্রিল-জুন, ২০১৮

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স
০১-০৪-২০১৮	১০৩৫৩৩	১৫২২৭১৭৮২	৪৪১০.০৯	৩৯৯৩২৪৪.১২	৫৭৪৭.১৪	৯২৩৬	৮৬৬০৮১০	৩০২.১৯	৩২৯৪৬২৮.০০	১০৬৯৮.৬০
০৫-০৪-২০১৮	১১৮০৯৯	১৪৭৬৪৩৯৬৯	৫৭২০.৪৪	৪০৫১৫৬০.৮০	৫৮৪১.১৯	৮৮৭০	১০৪৭৪৯৫৯	৩৯১.১৯	৩৩৬০১৪৯.০০	১০৮৯১.৭৪
১২-০৪-২০১৮	১২৭২৬১	১৫২১০০৫৮০	৫৫৩৪.২৬	৪০৪৬১৫৪.৭৮	৫৮১৩.১৪	১২৯৭৮	১৩৩১৫৭৬৫	৪১১.৩৮	৩৩৫৬৮৯৭.০০	১০৮৩৭.১৫
১৯-০৪-২০১৮	১১৬২০৮	১৫৬২১১২৫৪	৫৭৭৪.৬৭	৪০৭৭৩২০.৬৬	৫৮৪৩.৪৭	৮৯১৩	৮৯৯৬৯৪৩	৪২৬.২৫	৩৩৮০৭৫১.০০	১০৮৮৫.১২
২৬-০৪-২০১৮	১০৯৫৪৭	১৩৯১০৯১১১	৫৪৭০.৮৮	৪০৪৬৬৭৬.৪৯	৫৮১৩.৮০	১০৪৫৫	৪৯০৯৫৩৮৫	১৩৭৮.৯৫	৩৩৫২৩০৬.০০	১০৮৩৬.১০
০৩-০৫-২০১৮	১১০৭৯৩	১২৯৪৭৫২২১	৪৭৪১.৭৫	৩৯৮৩৪২৪.৩৯	৫৬৯৮.৬৯	৯২৬৫	৯২৪৮৬৭৩	২২৫.৫৯	৩২৯৫৫৭৩.০০	১০৬৩৯.৪৭
১০-০৫-২০১৮	১১৬৪৭১	১৪৮৭৬২৯০৭	৫৬২৪.৭৬	৩৯৪৯৩৩৮.৮২	৫৫৮৭.২২	১০৬০১	৯০৭৮৮৭২	২৭৫.১৩	৩২৬০৪৮৪.০০	১০৪২৯.২৩
১৭-০৫-২০১৮	১২২২৮৫	১১৯২২২৬২৪	৪৯২৭.৯৮	৩৮৭৪৬৩৩.৮৬	৫৪৪৩.৩১	১৬০২৫	১২০২৬৯৫৯	৫১৪.৬১	৩১৮৯০৬২.০০	১০১৫৯.৬৬
২৪-০৫-২০১৮	১০৯৮৪৮	১১৬৪৯৬৭৬৯	৪৭৩৪.৪৪	৩৮৫৫০১২.৩৬	৫৪২৯.৬৯	৮৩৬১	৬৪৪৮১৮২	১৮২.৬৪	৩১৬৯৮৫২.০০	১০১৩২.১৮
৩১-০৫-২০১৮	৯৪৩৬৭	৮৫৯২৮৬৬১	৩৬১৮.৮৬	৩৭৯৯৫৯৫.৬০	৫৩৪৩.৮৮	৫৯৬৬	৪৯৮৪১৫৭	২০০.৩২	৩১২০৯৭২.০০	৯৯৭৬.৭০
০৭-০৬-২০১৮	১১৩৫১২	৯৪৩৭১০৭২	৪৫৪৪.১১	৩৭৯৬৪৩৫.৯৯	৫৩৬৬.৬৭	৬৪৭২	৬৩৩১১৯৪	২০২.০৩	৩১১৮৪২৩.০০	১০০১২.২২
১২-০৬-২০১৮	১০৩৩৮৯	৭৪৩১০০০৪	৪৫৭৮.৬৮	৩৭৯৯০০৭.৭৮	৫৩৬৫.২২	৫৪০০	৩৩০০৫৫১	১৩৩.৬৯	৩১১০৮২১.০০	৯৯৮০.৮৩
২১-০৬-২০১৮	১৭১১৯৫	১৭১২৩৬২১০	৮৫৮৭.৪৫	৩৮৭৭৭৫৮.১৫	৫৪৪১.৭৬	১০৮৭৯	৭৮৮২৬৮৮	৪০৯.৮৮	৩১৮৯০৯৪.০০	১০১৫৬.২১
২৮-০৬-২০১৮	১৬৬৩৯১	১৫০৯৮১৪৬৪	৮০১৪.০৪	৩৮৪৭৩৪৭.৭৯	৫৪০৫.৪৬	১০৩২৩	৩৫৭০৮৩৪৬	১৭৮৮.৫৩	৩১৩১১৯৮.০০	১০০০৯.৩৪
দৈনিক গড় (এপ্রিল-জুন, ১৮)	১১৭৩১৯	১৩০৭৩১৪০৫	৫২২০.০২			৮৮৫২	১০৩০১৮০৯	৩৬৪.৩৯		
মাসিক গড় এপ্রিল, ২০১৮	১১৮২৮৫	১৫৫১৩১৪৬৬	৫৪৭৩.৬৮			৯৬০২	১৩৯৭০৭৯৫	৪৬৫.৫৭		
মাসিক গড় মে, ২০১৮	১০৬৩৮৬	১১৮৯১৩৩১৪	৪৬০৩.৬৪			৮৯০২	৭৪১৯১৪৩	২৩৫.১১		
মাসিক গড় জুন, ২০১৮	১২৯৬৩১	১১৫১৮৮৯৭২	৫৬৬৮.০৬			৭৮৬২	৯৩৩০৪৭২	৩৯৯.১১		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩০ জুন ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন	৫২৫১৩১.৬৮	১৬.০৯	গ্রামীণফোন	৫২৩২৪১.৩০	১৬.৭৫
২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	২১৬১২৯.৩৩	৬.৬২	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	২১৫৯০৮.১০	৬.৯১
৩	বিএটিবিসি	২০৭৪০২.০০	৬.৩৬	বিএটিবিসি	২০৭০০০.০০	৬.৬৩
৪	আইসিবি	১০০৮৬৩.৯৮	৩.০৯	ইউনাইটেড পাওয়ার	৯৮২৯২.৭০	৩.১৫
৫	ইউনাইটেড পাওয়ার	৯৯৬৫০.১০	৩.০৫	আইসিবি	৯৭৬৭৪.৬০	৩.১৩

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩০ জুন ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূলধনের %
১	আরএসআরএম	৩৭১.০৮	৪.৬৩	গ্রামীণফোন	৩০১.২৪	১৬.৮৪
২	মুন্নু সিরামিক	২৪৩.২৩	৩.০৪	লিনডে বাংলাদেশ	২৫৪.৪২	১৪.২৩
৩	প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল	২০৫.৪৬	২.৫৬	ইউনাইটেড পাওয়ার	১৭৩.৮৭	৯.৭২
৪	ইউনাইটেড পাওয়ার	১৭৮.৮৮	২.২৩	আইসিবি	১৬১.৬৭	৯.০৪
৫	ব্র্যাক ব্যাংক	১৫৬.৬৯	১.৯৬	প্রিমিয়ার ব্যাংক	১৪৫.৫৯	৮.১৪

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩০ জুন ২০১৮

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	১৩০.৫০	২৬.৪৯
২	বার্জার পেইন্টস	১০৯.০০	১২.৫১
৩	বাটা সু	৮২.৩৪	১৩.৮১
৪	রেকিট বেনকিজার	৮০.৬৩	২৮.০২
৫	লিনডে বাংলাদেশ	৬২.৬০	২০.০৮

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ৩০ জুন ২০১৮

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	প্রিমিয়ার ব্যাংক	৪.৪৩	২.৪৬	ম্যাকসন স্পিনিং মিলস্	৩.১৯	২.৬৭
২	মার্কেন্টাইল ব্যাংক	৪.৫৯	৩.৭১	ন্যাশনাল ব্যাংক	৪.২৩	২.৩৭
৩	ওয়ান ব্যাংক	৪.৮১	৩.৪৩	এমারাল্ড অয়েল	৪.৭৩	২.৫৬
৪	এক্সিম ব্যাংক	৫.১০	২.৩৪	সি এন্ড এ টেক্সটাইল	৫.০২	১.০৪
৫	কেয়া কসমেটিকস্	৫.২৬	১.৬৭	ওয়ান ব্যাংক	৫.২০	৩.৩১

তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ারহোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপণী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
এসিআই লিমিটেড	৫০.০০	৪৮.২০	৪৪.৫০	-	২৯.৩৩	-	২৬.১৭	১০৬.৫২	৩৯৯.১০	২১৯.৩৬	২২.১০	১৮.০৬
বাটা সু কোম্পানি	২০.০০	১৩.৭০	৭০.০০	-	১৫.০১	৫.৩০	৯.৬৯	১০৪.৩০	১১৮৪.৩০	২৫৯.৯৮	৭৬.২৪	১৫.৫৩
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড	৯১০.০০	৪০৫.৬০	১৩.১৮	-	২৪.০১	৪১.৪৫	২১.৩৬	২২২.৬৭	১০২.৮০	৬১.৮২	৫.৪৯	১৮.৭২
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড	১২০০.০০	৮৫৮.০০	৪৪.৫৮	-	৭.০৭	৪২.১৫	৬.২০	৩৮৮.৭৯	৯৭.২০	২৬.০৬	৪.৫৫	২১.৩৮
ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ	৬০.০০	৬০.০০	৭২.৯১	০.৬৪	১১.২৩	১৪.৪১	০.৮১	৭৫৮.২৫	৩৪৩৫.২০	৩১৪.৭১	১২৬.৩৭	২৭.১৮

*সূত্র: ডিএসই মাসিক রিভিউ; জুন, ২০১৮। * ২৮.০৬.২০১৮ তারিখে*

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩১ মার্চ ২০১৮	৩০ জুন ২০১৮	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৫৫৯৭.৪৪	৫৪০৫.৪৬	-৩.৪৩
	সিএসসিএক্স	১০৪০৩.৬১	১০০০৯.৩৪	-৩.৭৯
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২১৪৫৪.৩০	২২৩০৪.৫১	৩.৯৬
হংকং	হ্যাং সেং	৩০০৯৩.৩৮	২৮৯৫৫.১১	-৩.৭৮
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	৩২৯৬৮.৬৮	৩৫৪২৩.৪৮	৭.৪৫
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩১৬৯.০২	২৮৪৭.৪২	-১০.১৫
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৭৯৭৯.৮৩	৭১৯৩.৬৮	-৯.৮৫
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৭৭৬.২৬	১৫৯৫.৫৮	-১০.১৭
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অলশেয়ার ইনডেক্স	৬৪৭৬.৭৮	৬১৯৪.৬৩	-৪.৩৬
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৭০৫৬.৬০	৭৬১৭.৭০	৭.৯৫
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১২০৯৬.৭৩	১২৩০৬.০০	১.৭৩
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৫১৬৭.৩০	৫৩২৩.৫৩	৩.০২
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	৭০৬৩.৪৫	৭৫১০.৩০	৬.৩৩
	ডিজেআইএ	২৪১০৩.১১	২৪২৭১.৪১	০.৭০
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২৬৪০.৮৭	২৭১৮.৩৭	২.৯৩
ব্রাজিল	বোভেসপা	৮৫৩৬৬.০০	৭২৭৬৩.০০	-১৪.৭৬

সূত্র: hhttp://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html
http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

পাঠশালা

Stock Analysis

Stock analysis is the evaluation of a particular stock or an industry or even total market. It is a method for investors to make buying and selling decisions. Stock analysts try to find future trend of a stock so that investors can take informed decisions.There are mainly two types of analysis: 1) Fundamental Analysis; 2) Technical Analysis.

Fundamental Analysis: Fundamental analysis is the examination of the underlying forces that affect the wellbeing of the economy, industry groups and companies. As with most analysis, the goal is to develop a forecast of future price movement and profit from it. At the company level, fundamental analysis may involve examination of financial data, management, business concept and competition. At the industry level, there might be an examination of supply and demand forces of the products.

For the national economy, fundamental analysis might focus on economic data to assess the present and future growth of the economy.To forecast future stock prices, fundamental analysis combines economic, industry, and company analysis to derive a stock's fair value also called intrinsic value. If fair value is not equal to the current stock price, fundamental analysts believe that the stock is either over or under valued. As the current market price will ultimately gravitate towards fair value, the fair value should be estimated to decide whether to buy the security or not. By believing that prices do not accurately reflect all available information, fundamental analysts look to capitalize on perceived price discrepancies.

Fundamental Analysis Framework:

Phase	Name	Purpose	Tools and Techniques
First	Economy Analysis	To determine economic condition of a country	Economic Indicators.
Second	Industry Analysis	To determine prospects of various industry groupings	Industry life cycle, Porter's five forces model, Future prospects of an industry etc.
Third	Company Analysis	To analyze financial and non-financial aspects of a company to determine whether to buy or hold or sell stocks of a company.	Analysis of financial aspects, analysis of non-financial aspects of a company.

Technical Analysis: Technical analysis is frequently used as a supplement to fundamental analysis rather than as a substitute to it. According to technical analysis, the price of stock depends on demand and supply in the market place. It has little correlation with the intrinsic value. All financial data and market information of a given stock is already reflected in its market price. Technical analysts have developed tools and techniques to study past patterns and predict future price. Technical analysis is basically the study of the markets only. Technical analysts study thetechnical characteristics which may be expected at market turning points and their objective assessment.The previous turning points are studied with a view to develop some characteristics that would help in identification of major market tops and bottoms. Human reactions are, by and large consistent in similar though not identical reaction with his various tools, the technician attempts to correctly catch changes in trend and take advantage of them.

Assumptions of Technical Analysis:

- The market value of a security is solely determined by the interaction of demand and supply factors operating in the market.
- The demand and supply factors of a security are surrounded by numerous factors; these factors are both rational as well as irrational.
- The security prices move in trends or waves which can be both upward or downward depending upon the sentiments, psychology and emotions of investors or traders.
- The present trends are influenced by the past trends and the projection of future trends is possible by an analysis of past price trends.
- Except minor variations, stock prices tend to move in trends which continue to persist for an appreciable length of time.
- Changes in trends in stock prices are caused whenever there is a shift in the demand and supply factors.
- Shifts in demand and supply, no matter when and why they occur, can be detected through charts prepared specially to show market action.
- Some chart trends tend to repeat themselves. Patterns which are projected by charts record price movements and these patterns are used by technical analysts for making forecasts about the future patterns.

Writer: Ahsan Uddin, Principal Officer, Stock Market Analysis Department.

ইনোভেশন কর্ণার

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

Innovation is the new competitive advantage – Julie Sweet

(পূর্ব প্রকাশের পর)

সরকারি খাতে উদ্ভাবনের ক্ষেত্র ও জীবনচক্র

ইউরোপীয় ইউনিয়নের এক প্রতিবেদনে সরকারি পর্যায়ে উদ্ভাবনের যে ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম:

- সরকারি কর্মপদ্ধতিতে উদ্ভাবন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতার বৃদ্ধি;
- পণ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন;
- সেবা গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভাবন; এবং
- নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন।

এ প্রতিবেদন মতে উদ্ভাবনের নিম্নরূপ একটি জীবনচক্র রয়েছে:

চালিকাশক্তি চিহ্নিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির জন্য প্রণোদনা প্রবর্তন (clarify drivers & offer incentives) → উদ্ভাবনী ধারণা এবং পরিবর্তনের নকশা প্রণয়ন (develop innovative ideas) → উদ্ভাবনী পাইলট বাস্তবায়ন (implement innovations) → উদ্ভাবনী পাইলটের ক্রমবৃদ্ধি বা বৃহত্তর প্রতিফলন (scale up & replicate innovations)

যেহেতু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা যাচাই বাছাই করা হয় সেহেতু এর প্রক্রিয়ায় ঘটনা ঘটাও স্বাভাবিক। ইনোভেশনের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ঝুঁকি মোকাবেলার প্রবণতা/মানসিকতা থাকতে হয়।

সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ধারণার উৎস

তাত্ত্বিকগণের আলোচনা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা তথ্যানুযায়ী-সরকারি খাতে উদ্ভাবনী ধারণা ও উদ্যোগ ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চ পর্যায় থেকে এলেও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা গেলে এটি নিম্ন পর্যায়ের গণকর্মচারিগণের নিকট থেকে অধিক হারে আসতে পারে। উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ নেওয়া হয় তা প্রধানত: নীতি নির্ধারণী বিষয়ক ও তা ম্যাক্রো প্রকৃতির সমস্যা সংশ্লিষ্ট। অন্যদিকে, নিম্ন পর্যায় থেকে আগত উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো অপেক্ষকৃত ক্ষুদ্র আকারের এবং স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা কেন্দ্রিক; যা সরাসরি প্রান্তিক সেবাগ্রহীতার জন্য নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। আর এ ধরণের উদ্যোগগুলো কম প্রচার বা প্রসার লাভ করে। এ ছাড়া, বেসরকারি খাত, সুশীল সমাজ এবং সাধারণ নাগরিক থেকেও সরকারি উদ্ভাবনের ধারণা আসার বৃহত্তর সুযোগ বিদ্যমান। বিশেষত: সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী ধারণার সঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকল্পের ডিজাইন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন তথা সমগ্র উদ্ভাবন চক্রে সেবা গ্রহীতার সরাসরি সংশ্লিষ্টতাকে বর্তমানে সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

লেখক আইসিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং ইনোভেশন টিম এর সদস্য জনাব মল্লিক রওশন আলম।

শুদ্ধাচার কর্ণার

কর্পোরেশনের নৈতিকতা কমিটির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪র্থ সভা ২৫.০৬.২০১৮ তারিখে কর্পোরেশনের বোর্ড রুমে কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ, উপ-মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন)সহ অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-১৮ এ উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল ২০১৮- জুন ২০১৮) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় এপ্রিল-জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৪র্থ ত্রৈমাসিকে কর্পোরেশনের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিপালন করায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

নৈতিকতা কমিটির ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ৪র্থ সভা

অভিব্যক্তি

মিউচ্যুয়াল ফান্ড রূপান্তর/ অবসায়নঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ আহসান উল্লাহ বাচ্চু

বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ ইত্যাদি উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইসিবি ১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল তারিখে ০.৫০ কোটি টাকা মূলধন সংবলিত দেশের সর্বপ্রথম মিউচ্যুয়াল ফান্ড "প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড" বাজারজাত করে যা একটি নিরাপদ বিনিয়োগ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। এরপর থেকে বছর পরিক্রমায় আইসিবি ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১৭.৫০ কোটি টাকা মূলধন বিশিষ্ট ০৮টি মেয়াদি (Close-end) মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাত করে। এ ছাড়া, বিএসআরএস এর ব্যবস্থাপনায় ফার্স্ট বিএসআরএস মিউচ্যুয়াল ফান্ড নামে ১টি এবং এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় এইমস ফার্স্ট গ্যারান্টেড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান নামে ২টি মিউচ্যুয়াল ফান্ড বাজারজাত করা হয়। আলোচ্য ফান্ডসমূহ বাজারজাতকরণের সময় সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ প্রযোজ্য ছিল না বিধায় বর্তমান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের চারটি স্তর (উদ্যোক্তা, সম্পদ ব্যবস্থাপক,ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান) থাকার কোন সুযোগ ছিল না। এ ছাড়া, আলোচ্য ফান্ডসমূহের প্রসপেক্টাসে ফান্ডের নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ উল্লেখ ছিল না।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক ২৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখের নির্দেশনার মাধ্যমে মেয়াদ ১০ (দশ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে বিএসআরএস ও এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে বিএসইসি মেয়াদ বৃদ্ধি করে ২০১৫ সালের মধ্যে ফার্স্ট বিএসআরএস মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এইমস ফার্স্ট গ্যারান্টেড মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড অবসায়ন অথবা রূপান্তরের নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ২০১৫ সালে ফান্ড ৩টি অবসায়ন করে ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণের পাওনা পরিশোধ করা হয়।

এ ছাড়া, বিএসইসি কর্তৃক ২৪ জানুয়ারি ২০১০ তারিখের নির্দেশনা জারির পর আইসিবি'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন আইসিবি পরিচালিত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। পরবর্তীতে বিএসইসি ৩০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে আইসিবি পরিচালিত ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬ এর মধ্যে অবসায়ন অথবা রূপান্তরের নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক "সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১" এর বিধি ৫০(গ) অনুযায়ী আলোচ্য ফান্ডসমূহ রূপান্তর সংক্রান্ত ইউনিট মালিকগণের বিশেষ সভায় স্কিমগুলো বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রস্তাব বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় আলোচ্য মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ বে-মেয়াদি বর্ধিষ্ণু (Growth) মিউচ্যুয়াল ফান্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। রূপান্তরিত বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান হিসেবে আইসিবি এবং সম্পদ ব্যবস্থাপক হিসেবে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড দায়িত্ব পালন করছে। আলোচ্য ফান্ডসমূহের মূলধন অনেক পূর্বেই সাবস্ক্রাইবড হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা কর্তৃক ফান্ডে সাবস্ক্রাইব করার কোন সুযোগ নেই।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর অধীনে পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের মধ্যে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হওয়ায় যথাক্রমে ২০১৪ সালে ও ২০১৫ সালে ফান্ড ২টি বে-মেয়াদি ফান্ডে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তরিত ফান্ড ২টি আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড ও আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড নামে পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মেয়াদ ১০ বছর পূর্ণ হওয়ায় ফান্ডটি অবসায়ন করে ফান্ডের বিনিয়োগকারীগণের পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে।

লেখক আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের ট্রাস্টি ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল অফিসার।

অপচয়-জীবনের ক্ষয়

আয়শা সুলতানা

উপমহাদেশে তখন বৃটিশরা আসতে শুরু করেছে। এক নবাবকে বৃটিশরা নিমন্ত্রণ করল। নবাবের দূত জানাল, নবাবকে দাওয়াত করলে দুই মণ ঘি আর দুইশ কাগজী লেবু প্রয়োজন। বৃটিশরা অবাক, প্রশ্ন করল দুই মণ ঘি কি হবে! দূত বলল একমণ ঘি চুলায় ক্রমাগত জ্বাল দিতে হবে। এরপর ঐ ঘি দিয়ে একটা পরোটা ভাজা হবে। আরেকটি পরোটা ভাজার জন্য নতুন করে আরেক মণ ঘি একইভাবে জ্বাল দিতে হবে। পূর্বের ঘি ব্যবহার করা যাবে না। বৃটিশদের অবাক হওয়ার এখানেই শেষ নয়। তারা এবার প্রশ্ন করল ঘিয়ের ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু দু'শ কাগজী লেবুর কি হবে। দূত বলল, নবাব যখন খেতে বসবেন তখন তার পাশে বসে একজন দু'শ কাগজী লেবু কাটতে থাকবে। আর লেবুর সেই ঘ্রাণে নবাব খেতে থাকবেন। নবাবদের এরূপ অপচয়ের ফলাফল-পরবর্তীতে দু'শো বছরের গোলামী।

'অপচয়কারী শয়তানের ভাই-একথা মানি আর না মানি, জানি সকলেই। পাশাপাশি এটাও জেনে রাখা ভাল মিতব্যয়িরা কখনও দরিদ্র হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দুদর্শার প্রধান কারণই হচ্ছে অপচয়। অপচয় মানে হচ্ছে সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার অর্থাৎ অপব্যবহার। এই সম্পদ নিজের বা অন্যের কিংবা দেশের বা দশের হতে পারে। অর্থ, সময়, মেধা, পরিশ্রম অথবা যে কোন জাগতিক বস্তু কিংবা ক্ষমতা এমনকি মুখ নি:সৃত বাক্যও অপব্যবহৃত হতে পারে। যেটিই হোক না কেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয়ই অপচয় এবং তা কখনই দীর্ঘমেয়াদে কোন সুফল বয়ে আনে না।

ঢাকা শহরে এক সময় অধিকাংশ বাসা-বাড়িতে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা হত। এখনও হয়। কেন? একটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ হবে এ জন্যে। আজ ঐ সকল পরিবারসহ আরো অনেকে গ্যাসের স্বল্পতার কারণে সময়মত রান্না পর্যন্ত করতে পারছে না। বিশুদ্ধ বা ব্যবহারযোগ্য পানির অভাব অনেক এলাকাতেই। এটিও কোন না কোন সময়কার অপব্যবহারেরই ফল। স্বীকার করুক আর নাই করুক যার যত বেশী অপচয় সেটা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন দুর্দশা নেমে আসবেই। আজ-কাল অথবা পরশু; কেউ রোধ করতে পারবে না।

বিত্তবানদের একটা বিয়ে উপলক্ষ্যে কমপক্ষে ছয় সাতটি বা তারও বেশি অনুষ্ঠান করা হয়। মধ্যবিত্তরাও ঋণ করে পাল্লা দিয়ে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। অর্থ, সময় আর মেধার সীমাহীন অপব্যবহার ছাড়া আর কি পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানগুলো থেকে! জাকজমক প্রর্দশনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা বৈ আর কিছুই নয়।

এক সহকর্মীর নতুন ফ্লাটে আমরা কয়েকজন সহকর্মী বেড়াতে গিয়েছি। নতুন ফ্লাটের সাজসজ্জা দেখানোর জন্যই মূলত ফ্লাট মালিক সাগ্রহে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বসার ঘরে একটি সুদৃশ্য ঝাড়বাতি যা তিনি পূর্বেরটা ফেরত দিয়ে বর্তমানেরটা লাগিয়েছেন। পূর্বেরটা ছিল সত্তর হাজার টাকা দামের আর বর্তমানেরটা মাত্র এক লক্ষ টাকা। দামটাও বললেন কয়েকবার। আমার কিছুতেই বোধগম্য হলো না এক লক্ষ টাকা ছাদে ঝুলিয়ে রাখার কি হেতু?

বিভিন্ন ধর্মীয় বা জাতীয় উৎসবে অথবা বিশেষ কোন দিবসে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ঢালাওভাবে শুভেচ্ছা কার্ডের ব্যবহার সর্বত্র। যত দামী কার্ডই হোক না কেন কিছুদিন পরে ঐ কার্ডগুলোর ঠিকানা হয় ডাস্টবিন। সচেতনভাবে খেয়াল করলে এটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় এত বিপুল পরিমাণ কার্ড ক্রয়ে যেমন অর্থের অপচয় তেমনই পরিবেশেরও বিপর্যয়। আমরাই বেনিয়াদের-মুনাফালোভীদের সুযোগ করে দিচ্ছি আমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিয়ে মুনাফা লাভ করার। কেনাকাটায় অসংযমী হয়ে পড়ছি এই দিবসগুলো সামনে রেখে। প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেও শুভেচ্ছা বিনিময় সম্ভব। এতে অর্থ ও সময় দুই-ই সাশ্রয় হতে পারে।

খাবার গ্রহণ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রেও অপচয় এখন বাড়াবাড়ি রকমের। রমযান মাসের দিকে তাকাই। এ মাস এখন সংযমীদের কাছে আসে লুকিয়ে। পুরো মাসের অবস্থা দেখে মনে হয় রমযান এখন আর খাদ্য সংযমের মাস নয় খাদ্য উৎসবের মাস। অথচ মহানবী (স:) এর একটি হাদীস আছে "তোমাদের হৃদয়ের মৃত্যু ঘটিও না, অতিরিক্ত ভোজন করে"।

অপচয়ের আরো ক্ষেত্র আছে। ক্ষমতার অপচয়, কথার অপচয়, মনোযোগের অপচয়। সবচেয়ে ভয়াবহ অপচয় হচ্ছে সময়ের। কত বিভিন্ন প্রকারে এই মূল্যবান সম্পদকে আমরা যথাযথ ব্যবহার না করে অবলীলায় খরচ হতে দিচ্ছি তা যেন বুঝেও বুঝতে চাইছি না। অসুস্থ বিনোদন, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, টিভি সিরিয়াল এমনভাবে আমাদের সামনে মেলে ধরা আছে যেন এগুলো ছাড়া জীবন অর্থহীন। কোন সৃষ্টিশীল কাজ, মননশীল কাজ, কল্যাণকর কাজ নিয়ে ভাববার সময় আমাদের নেই। বড় কিছু করার চিন্তা নেই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নামের এসব বিনোদন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা নিজেদের দাস বানিয়ে ফেলতে পারি। দাসের মাথা সবসময় নীচের দিকে থাকে। অধিকাংশ মানুষ (বিভিন্ন বয়সের) মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখতে রাখতে ঘাড়টাকে এত নিচু করে ফেলেছে যে মাথা উঁচু করে ঘাড় সোজা করে চোখে চোখ রেখে বীরের মত দাঁড়াবার ক্ষমতা তাদের হারিয়ে যেতে বসেছে। অথচ স্মরণে থাকা উচিত আমরা এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্য, সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য পৃথিবীতে এসেছি।

অপচয় করে ফুটানি দেখানোতে কোন মর্যাদা প্রকাশ পায় না। আসল মর্যাদা নির্ভর করে একজন মানুষের মানবিকতায় ও সহমর্মিতায়। উপার্জনকারী প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমার টাকা, আমার সময়, আমার মেধা আমি যেমন খুশি ব্যয় করব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যয়টা আর ব্যয় থাকে না, অপব্যয় হয়। যেকোন অপব্যয় সকল দুদর্শার কারণ। অপচয়কারীর সম্পদে বরকত থাকে না, মনের শক্তি বিনষ্ট হয়।

তাহলে করণীয় কি?
নিজের কাছেই নিজেকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে সময়, মেধা, মনোযোগ, অর্থ সবকিছুতে অপব্যয় পরিহার করার। এতে প্রথমেই উপকার হবে নিজের। ভবিষ্যৎ দুর্দশার কবল হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। উদ্বৃত্ত হতে থাকবে অর্থ, সময়। তা ব্যয় করতে হবে সৃষ্টির সেবায়, মানবতার কল্যাণে। অন্যের দুর্দশা লাঘবে যে ব্যয় তা ব্যয় নয়- উচ্চমানের বিনিয়োগ। অনন্তকালের জন্য বিনিয়োগ। যার প্রতিদান আসতে থাকবে স্বয়ং স্রষ্টার কাছ থেকে। অর্থের অভাব হবে না কখনই। রোগ মুক্ত সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ সুখী জীবন প্রাকৃতিক নিয়মেই অর্জিত হবে।

লেখিকা আইসিবির প্রধান কার্যালয়ের পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সহকারী মহাব্যবস্থাপক।

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

দিনকালের বদল

রামিসা আহমেদ
দশম শ্রেণি
হলিক্রস গার্লস স্কুল

অসম্ভব এক দ্বিধা ঘিরেই সম্ভাবনার মাত্রা
একেকটা স্বপ্ন নিয়েই আমাদের যাত্রা।
পরলৌকিক, অতিপ্রাকৃতের বেড়াজালে
মন্দ নয়, কাটছে বেলা অন্তরালে?
আজকে নতুন দিনের প্রহরে এসে পড় দিতে সঙ্গ
যাত্রার শেষ দেখব কখন? যাত্রায় দিলাম ভঙ্গ;
নির্বিচারে ভুগছি নাকি, কান্নাকাটির আস্কারায়
সোনার হরিণ যাচ্ছে ছুটে হেলা ফেলা মস্করায়;
নিজের উপর বিশ্বাস কি ক্ষয়িষ্ণু খুবই?
''কিছু হবে না'', বলছি কি বিষণ্ণতায় ডুবি?
যাত্রাপথ ভিন্ন হলো, নতুন উদ্যমে যাত্রা, দুঃখ আর নাই,
হাত বাড়ালে নিজের মতো অন্যকে যেন পাই,
দশে মিলে আত্মবিশ্বাসী, চলো চেষ্টা করে যাই।

রচয়িতা কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল এর সন্তান।

The Evening Star

Mashiat Mubasshira
MBBS, 1st Year, Dhaka Medical College

I rushed towards my little bed
And lay down by the window pane
The wind was sharp, chilly and fresh
My eyes penetrating the vacancy of the night
To have a glimpse of my friend up high
My stories awaiting her-
My oldest friend the evening star
I poured my heart out to her
She stood there with a pale grace.
We weived Stories together,
Became the best of mates.
The wind was blowing stronger, I was cozy in my bed,
All the streetlights went out, she didn't fade.
Some nights, it's just the Venus and me
Some days, Someone who listens is all we seek.

রচয়িতা কর্পোরেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক মাহমুদা আক্তার এর সন্তান।

বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি (এএমসিএল) কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	সর্বশেষ মূল্য নির্ধারণী তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	২৪ জুন ২০১৮	-*	২৯৫.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	২৪ জুন ২০১৮	১০৩.০০	১০০.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	২৪ জুন ২০১৮	২৩৫.০০	২৩০.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪	২৬ নভেম্বর ২০১৭	১৯৭.০০	১৯২.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	২৪ জুন ২০১৮	১০.২০	৯.৯০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	২৪ জুন ২০১৮	১০.৫০	১০.২০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১১ এপ্রিল ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১০.৪০	১০.১০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৫ মে ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.০০	১০.৭০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.৬০	১১.৩০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.১০	১০.৮০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৩ জুন ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.৩০	১১.০০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৮ অক্টোবর ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২.৩০	১২.০০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	৭ নভেম্বর ২০১৬	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১২.৪০	১২.১০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১১.২০	১০.৯০

*১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ১৮| আষাঢ় ১৪২৫| জুন ২০১৮

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট, আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

রিফাত আনোয়ার
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
e-mail : agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No. : 9585092
Mobile : 01817085300

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে ...